দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 22 DEC 1987
পৃষ্ঠা ... ২ কলাম ...

২৪

মার্কশীটে ভুল ঃ ছাত্রদের প্রাণান্ত অবস্থা

বয়স্করা বাংলাদেশে নানা সমস্যায় আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা। স্বাভাবিকভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস করারও সুযোগ তাহাদের নাই। বলা বাহুল্য, এত সমস্যা ও বাধা-বিপত্তির মধ্যে তাহাদের যাহা একান্ত কাম্য, তাহা হইতেছে, তাহাদের সন্তান-সন্ততিরা যেন স্বাভাবিকভাবে বাড়িয়া উঠিতে পারে। সমস্যা বা বাধা-বিপত্তি যেন তাহাদের পথ রোধ করিয়া না দাঁড়ায়। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, সমস্যা এই তরুণদেরও রেহাই দেয় নাই। বরং বয়স্কদের চাইতে আরো কঠিনভাবে তরুণদের আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। উল্লেখ্য যে, স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্নপত্রে অথবা মার্কশীট-সার্টিফিকেটে ভুল ইহা অতীতে কখনো কল্পনা করা যাইত না। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় অথবা বোর্ড, রেজিস্ট্রারের অফিস ছিল এমনি একটি দফতর—যেখানে সাধারণ কেরানী হইতে শুরু করিয়া উর্ধ্বতন ব্যক্তি সবাই দায়িত্ব সহকারে কাজ করিতেন এবং সে কারণে তাঁহারা সম্মানও লাভ করিতেন। কিন্তু সে অবস্থাটি এখন আর নাই। টেক্সট বুকে ভুল, ভুল প্রশ্নপত্রে, মার্কশীটে, সার্টিফিকেটে—সর্বত্র। আর তাহার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনই এখন হইয়া উঠিয়াছে দুর্বিষহ।

এ প্রসঙ্গে দৈনিক ইত্তেফাক-এ গতকাল প্রকাশিত দুইটি চিঠির উল্লেখ করা যায়। একটি চিঠিতে জানা যায় যে, লাকসামের নওয়াব ফয়জুন্নেসা কলেজের সদ্য পাস করা উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষার্থীদের শতকরা ২০ ভাগের মার্কশীট ভুলে পূর্ণ। বাকের নামের স্থলে ছাপা হইয়াছে বারেক। কেহ পাইয়াছে ৭২১ নম্বর। কিন্তু মার্কশীটে লেখা হইয়াছে ৬৯৯ নম্বর। মার্কশীটে ভুলের সমস্যা উল্লেখ করিয়া আর একটি চিঠি পাঠাইয়াছেন ঢাকার বদরুন্নেসা কলেজের একজন ছাত্রীও। তিনি লিখিয়াছেন, তাঁহার মার্কশীটে তাঁহার রোল নম্বরই ভুল। দুইটি বোর্ডের দুইটি কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মার্কশীট যেখানে ভ্রান্তিপূর্ণ তখন বোর্ড দুইটির অধীন অন্যান্য কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মার্কশীট ভিন্নতর হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। পত্র দুইটিতে উল্লেখ করা হইয়াছে, পরবর্তী ক্লাসে ভর্তি হওয়ার জন্য তাহাদের প্রয়োজন সঠিক মার্কশীট। আর সে জন্য তাহারা সঠিক মার্কশীট সংগ্রহ করার জন্য বোর্ডের শরণাপন্ন হইয়াছে

টেক্সটবুক, প্রশ্নপত্র ইত্যাদির ভুলের সংবাদ ইতিপূর্বে ইত্তেফাকে বহুবার প্রকাশিত হইয়াছে এবং সে বিষয়টি সম্পাদকীয় কলামে আলোচিতও হইয়াছে বহুবার। এবার মার্কশীটের ভুল সম্পর্কেও লেখা হইল। ইহার পর বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে দায়িত্ব সচেতন হইবেন কিনা তাহা আমাদের জানা নাই। তবে তাঁহাদের দায়িত্বহীনতা, গাফিলতি অথবা যোগ্যতার সীমাবদ্ধতার দরুন দেশের লক্ষ লক্ষ তরুণ যাহারা এখনো নিজেদের এলাকার বাহিরে যায় নাই এবং বড় রকমের সমস্যার মধ্যেও পড়ে নাই, তাহাদের পাসের আনন্দ হইতেই যে বঞ্চিত করা হইয়াছে তাহা নয়, তাহাদের নিক্ষেপ করা হইতেছে মহা সমস্যায়। এবং বোর্ডে দৌড়াদৌড়ি ও কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে সহজে সঠিক মার্কশীট সংগ্রহে ব্যর্থতার যে অভিজ্ঞতা তাহাদের অর্জন করিতে হইতেছে তাহা আর যাই হউক, বোর্ড ও শিক্ষা বিভাগ সম্পর্কে তাহাদের মনে সদ্ভাব সৃষ্টি করিবে না। এমনকি এই বিভ্রান্তির দরুন অনেক তরুণ উচ্চতর ক্লাসে ভর্তি হইতে ব্যর্থ হইলে ইহাতেও আমরা বিস্মিত হইব না। তবে, প্রযুক্তির সর্বোচ্চ সমৃদ্ধি তথা কম্প্যুটারের যুগে একটি দেশের সদ্য পাস করা তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের মার্কশীটে এভাবে ভুল থাকিয়া যাইবে ইহা কল্পনাও করা যায় না। আমরা আমাদের তরুণ বংশধর এই ছাত্র-ছাত্রীদের অহেতুক ও অনভিপ্রেত সমস্যা হইতে মুক্ত রাখার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করি।